গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mohfw.gov.bd

বিষয়: বেসরকারি মেডিকেল সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব জাহিদ মালেক মাননীয় মন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	:	২৬.০১.২০২০, বেলা ১১.০০টা
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

সভায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচ্য বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। অত:পর সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে সভায় আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন। সচিব সভার আলোচ্যসূচির সার্বিক প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করেন। তিনি সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি স্বাস্থ্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আহবান জানান। হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহনের জন্য নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২। সভাপতি বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য, বলিষ্ঠ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ নেতৃত্বে দেশের স্বাস্থ্য সেবা খাতে অনেক উন্নয়ন সংঘটিত হয়েছে। এ জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছেন এবং অনেক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তিনি বলেন সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতি হলে সেবার মান আরও বেগবান হবে। ইতোমধ্যে, স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে দুটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, চিকিৎসকদের আবাসনের জন্য ডরমেটরি তৈরী করা হয়েছে। ডেঙ্গু মোকাবেলায় সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বেসরকারি ব্যবস্থাপনা একই সাথে কাজ করে ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে। এছাড়া, করোনা ভাইরাসের সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যবস্থাপনাকেও সজাগ থাকার জন্য তিনি আহবান জানান। ইতোমধ্যে, সরকারি উদ্যোগে এয়ারপোর্টে থার্মাল স্ক্যানিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইন কর্নার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রাইভেট সেক্টরেও এরুপ সেন্টার স্থাপনের জন্য তিনি আহবান জানান। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, 'মুজিববর্ষ' উদযাপনের বিষয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় নির্দেশনার আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত হয়েছে অনেক উপযোগী কর্মসূচি। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে এসব কর্মসূচির সাথে সমন্বয় রেখে তাদের নিজস্ব উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও আড়ম্বরপূর্ণভাবে 'মুজিববর্ষ' উদযাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও তিনি তাঁদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান।

৩। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ মহোদয়' মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, এ উপলক্ষে দেশজুড়ে স্বাস্থ্য সেবা সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ডায়াবেটিক সমিতির সাথে সমন্বয় করে ৮ বিভাগের হাসপাতালে Type-1 Diabetic সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যেক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম একটি দীর্ঘজীবি গাছ লাগানো, হাসপাতাল/স্বাস্থ্য স্থাপনা পরিচ্ছন্ন করা, প্রত্যেক হাসপাতালে Information Cum Help Desk স্থাপন করা, One Stop Comprehensive Emergency Service চালু করা, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে কিডনী ডায়ালাইসিস সেবা চালু, জেলা পর্যায়ের অন্তত: একটি মডেল ফার্মেসী এবং উপজেলা

পর্যায়ে একটি মডেল মেডিসিন শপ স্থাপন এবং পর্যায়ক্রমে Acute Medicine Unit চালু করাসহ এ বিভাগ কর্তৃক ব্যাপক কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এছাড়া 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে একটি শ্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে-

'মুজিববর্ষে স্বাস্থ্য খাত,
এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ'

এ শ্লোগানটি মুজিববর্ষের শ্লোগান হিসেবে গ্রহণ করে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে জাতির পিতার ম্যুরাল/পোট্রেট নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে বলে সচিব মহোদয় মতামত ব্যক্ত করেন।

৪। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ মহোদয় 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করে। তিনি বলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক এ উপলক্ষে অনেক কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। র‍্যালী, ফুলগাছ লাগানো, স্বাস্থ্য স্থাপনা সাজানো, উন্নয়ন মেলায় স্টল স্থাপন, বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার, মা ও শিশু ক্লিনিক-কে মডেল কেন্দ্র রুপান্তর, স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন,স্বেচ্ছায় রক্তদান ও ব্লাড গ্রুপিং, পরিস্কার-পরিচ্ছনতা, লাইব্রেরিতে মুজিব কর্নার স্থাপন, মেডিকেল ক্লাসে আদর্শ সেশন চালু, মোবাইল হাসপাতাল চালু, রোস্টার প্রদর্শন, ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ, ফ্রন্ট ডেস্ক চালুসহ বিস্তারিত কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

৫। প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম এ মুবিন খান বলেন, 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাঁরাও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। সকল প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ হতে ১০,০০০ (দশ হাজার) ব্যাগ ব্লাড কালেকশনসহ ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করা হবে। এ উপলক্ষে মাননীয় মন্ত্রীকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

৬। মেডিকেল ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক ডা: মনিরুজ্জামান ভুইঁয়া 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করবেন বলে সভাকে অবহিত করেন এবং বলেন বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য সেবায় বিপুল উন্নয়ন ঘটিয়েছে। ডেঙ্গুতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকরি প্রতিষ্ঠানও একইভাবে সাফল্য এনেছে। 'মুজিববর্ষ' উদযাপন উপলক্ষে বেসরকারি পর্যায়ে সকাল ৬.০০ টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ৯.০০ টায় কেক কাটা ও বিজয় মিছিল, রচনা প্রতিযোগিতা ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ, দিনব্যাপী ফ্রি রোগী দেখাসহ ডায়াগনস্টিক সেবাও ফ্রি দেয়া হবে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

৭। বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল ফেডারেশনের সেক্রেটারি জনাব মো: হুমায়ুন কবীর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন 'মুজিববর্ষ' উপযাপন উপলক্ষে হোমিওপ্যাথিক সেক্টরে তাঁরা একটি বর্ষপঞ্জিকা তৈরি করেছেন। মাননীয় মন্ত্রীকে উপহার স্বরুপ এটি তাঁরা প্রদান করেন। আগামী ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবসে ফ্রি সেবা প্রদান, বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে আলোচনা অনুষ্ঠানসহ তাদের বিস্তারিত কর্মসূচি রয়েছে। এছাড়া, ঐ দিন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ২২৫ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তাদের আড়ম্বরপূর্ণ কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। এ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উপস্থিত থাকার জন্য তারা অনুরোধ জানাবেন মর্মে তিনি অবহিত করেন।

৮। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক বেসরকারি উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনের প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ;

(খ) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হতে একটি Standard Monogram (বঙ্গবন্ধুর ছবি ও মুজিববর্ষের Logo এবং Slogan সম্বলিত) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হবে, যা তারা প্রদর্শন করবে;

(গ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে সরকারের সাথে সমন্বয় করতে হবে;

(ঘ) নভেল করোনা ভাইরাসের সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবেলায় বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
০২.০২.২০২০
(জাহিদ মালেক)
মাননীয় মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

নং-৪৫.১৬২.১১৬.০০.০০০০.২৭.১৮- ৪০ তারিখ : ০২.০২.২০২০ খ্রি:

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা।
৫. যুগ্মসচিব (বেসরকারি স্বাস্থ ব্যবস্থাপনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, ঢাকা।
৬. পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৭. লাইন ডাইরেক্টর (হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৮. প্রাইভেট সেক্রেটারী/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ এ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা।
৯. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ প্রাকটিশনার এ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা।
১০. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, মেডিকেল কলেজ ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা।
১১. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, প্রাইভেট ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা।
১২. সভাপতি, বঙ্গবন্ধু হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল পরিষদ/বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল ফেডারেশন, ঢাকা।
১৩. সভাপতি/মহাসচিব, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ, বাংলাদেশ ডিপ্লোমা মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন, ৪/৪, সলিমুল্লাহ রোড (২য় তলা), মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

০২-০২-২০২০
(মোহাম্মদ মারুফুর রশিদ খান)
উপসচিব
ফোন : ৯৫৪০৯৪৪

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা।
৪। সিস্টেম এ্যানালিষ্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশে অনুরোধসহ)।